গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
২৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: www.ntrca.gov.bd

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) কর্তৃক আয়োজিত তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান বিষয়ে গত ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখ এনটিআরসিএ এর সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী ০১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম (অতিরিক্ত সচিব), চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ। সভাপতিত্ব করেন ড. মোঃ আবদুল মান্নান (যুগ্মসচিব), সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ। সঞ্চালক হিসেবে জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান (উপসচিব), সচিব, এনটিআরসিএ উপস্থিত ছিলেন। আলোচক হিসেবে ড. মোঃ আবদুল মান্নান (যুগ্মসচিব), সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) ও জনাব মুহম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী (যুগ্মসচিব), সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এবং জনাব মোঃ আবদুর রহমান (উপসচিব), পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন), এনটিআরসিএ, ঢাকা কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। এনটিআরসিএ-এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ কর্মশালায় অংশগহণ করেন।

কর্মশালার শুরুতে জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান (উপসচিব), সচিব, এনটিআরসিএ কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি প্রধান অতিথি, সভাপতি ও অংশগ্রহণকারীদের সাদর সম্ভাষন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে কর্মশালার আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান কার্যক্রম সম্পর্কে কর্মশালায় একটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যভিত্তিক ধারণা উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন।

প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম তার উদ্বোধনী ভাষণে কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে তার বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তার বক্তব্যে কর্মশালার প্রেক্ষাপট হিসেবে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে তুলে ধরেন। চেয়ারম্যান মহোদয় তথ্য কমিশনে দীর্ঘ ০৫ (পাঁচ) বছর কাজ করার সুবাদে আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন বিধায় তথ্য অধিকার আইন ও বিধিমালা প্রণয়নের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কর্মশালার সকলকে একটা পরিষ্কার ধারণা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, তথ্য প্রদান সংক্রান্ত বিধানাবলী তথ্য অধিকার আইন দ্বারা ক্ষুন্ন হবে না তবে তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলী তথ্য অধিকার আইন এর বিধানাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক হলে তথ্য অধিকার আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাবে। তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৭ এ যা কিছুই থাকুক না কেন, তথ্য প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয়, এইরূপ তথ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে কোন অনুরোধ সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না এবং অনুরোধের যতটুকু অংশ প্রকাশের জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং যতটুকু অংশ যৌক্তিকভাবে পৃথক করা সম্ভব, ততটুকু অংশ অনুরোধকারীকে সরবরাহ করতে হবে। কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অন্য কোন কর্মকর্তার সহায়তা চাওয়া হলে এবং এইরূপ সহায়তা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য আইনের কোন বিধান লংঘিত হলে সে ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইনের অধীন দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত অন্য কর্মকর্তাও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে গণ্য হবে। তিনি বলেন তথ্য প্রাপ্তি সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইন্টারনেট সংযোগ সার্বক্ষণিক সচল রাখবে যাতে জনসাধারণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যের জন্য আবেদনপত্র দাখিল এবং তথ্য সংগ্রহ করিত পারেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে আবেদনকারীর প্রার্থিত তথ্য সরবরাহে অপারগ অথবা আংশিক তথ্য সরবরাহে অপারগ হলে, দায়িত্বপ্রাত্ব কর্মকর্তা আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করবেন।

তিনি বলেন যে, এনটিআরসিএ তথ্য অধিকার সংক্রান্ত যে কোন ধরণের আবেদনপত্র আসলে তা বিধিমতে নিষ্পত্তি করছে। এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে আগামীতে আরও দক্ষতার সাথে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ গুরুত্ব দিয়ে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত আবেদনপত্র দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি এনটিআরসিএ বিষয়ক যে কোনো কাজকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালনের পরামর্শ প্রদান করেন ।

জনাব মোঃ সাইফুল্লাহিল আজম (অতিরিক্ত সচিব), চেয়ারম্যান, এনটিআরসিএ, সভাপতিসহ উপস্থিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি সকলকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানান।

Scanned with CamScanner

১১৬

সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) এর বক্তব্য

সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) আমন্ত্রিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাদের সক্রিয় ও প্রানবন্ত অংশ গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। তিনি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে প্রতিটি অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাগরিকের আবেদনের ভিত্তিতে তথ্য প্রদান করে থাকেন। প্রতিটি আবেদনের তথ্য সঠিক সময়ে (২০ কার্যদিবস বা অন্য ইউনিট তথ্য প্রদানের সাথে যুক্ত থাকলে ৩০ কার্যদিবস বা কোন ব্যক্তির জীবন-মৃত্যু, গ্রেফতার এবং কারাগার হতে মুক্তি সম্পর্কিত হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বা তথ্য প্রদানে অপারগ হলে ১০ কার্যদিবসে যথাযথ নিয়মে জানিয়ে দেওয়া) প্রদান করার বিষয়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এক্ষেত্রে কোন অফিস কর্তৃক নাগরিকের যাচিত সকল তথ্যের আবেদন (১০০%), তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করলে কর্মসম্পাদন সূচকের পূর্ণ নম্বর প্রাপ্ত হবে। কোন তথ্য উক্ত আইন অনুযায়ী প্রদান করা সম্ভব না হলে বিষয়টি আবেদনকারীকে যথানিয়মে জানানো হলে এক্ষেত্রে তথ্য প্রদান করা হয়েছে মর্মে বিবেচনা করা হবে। এনটিআরসিএ-এর প্রতি অর্থবছরে কতটি আবেদন পাওয়া গেছে এবং কতটি আবেদন তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়েছে তা আলাদা একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এটি পত্র গ্রহণ রেজিস্টারের মত হতে পারে। উর্ধ্বতন কার্যালয় প্রয়োজনে এ সংক্রান্ত রেজিস্টার যাচাই করেও দেখতে পারবে। তিনি এনটিআরসিএ-তে তথ্য অধিকার আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বছর শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করার পরামর্শ প্রদান করেন।

সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) এর বক্তব্য

সদস্য (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান) আমন্ত্রিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের সাথে জনগণের সরাসরি সংশ্লিষ্টতা নাই সে কর্তৃপক্ষ ষ্টেকহোল্ডাদের নিয়ে সচেতনতামূলক অনুরুপ কার্যক্রম করতে পারবে। দাপ্তরিক ও নাগরিক সেবা গ্রহণকারী সুশীল সমাজের প্রতিনিধি কিংবা এনটিআরসিএ-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে। তিনি তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম হিসেবে এধরণের সভা, সেমিনার আরও আয়োজনের পরামর্শ দেন।

পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন) এর বক্তব্য

পরিচালক (পরীক্ষা মূল্যায়ন ও প্রত্যয়ন) এনটিআরসিএ-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিজ অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা করলে শতভাগ অর্জন হিসাবে বিবেচিত হবে। এ ধরণের কর্মশালা বা প্রশিক্ষণের মোট সংখ্যার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন শতভাগ হলে পূর্ণ নম্বর পাওয়া যাবে।

সচিব এর বক্তব্য

সচিব, এনটিআরসিএ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-কে গুরুত্ব দিয়ে নাগরিকদের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যথাসময়ে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিগত ২০২২ সালে তথ্য কমিশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২২ উপলক্ষে অধিদপ্তর ও সংস্থা পর্যায়ে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) তথ্য অধিকার পুরষ্কার ২০২২ এ ১ম স্থান অধিকার করেছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে হলে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্য

কর্মশালার সভাপতি সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ), এনটিআরসিএ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিকতার সাথে কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য এবং সচিব, এনটিআরসিএ-কে কর্মশালা আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

র‍্যাপোটিয়ারের স্বাক্ষর

২১/০৪/২৪

১. জনাব কাজী কামরুল আহছান
পরিচালক (শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষামান)
এনটিআরসিএ, ঢাকা।

২৮/০৪/২০২৪

২. প্রফেসর দিলসাদ চৌধুরী
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

Scanned with CamScanner